উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ শনিবার ৪.০০ টাকা 21 November 2020 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

Find us on নিউজ@9
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

কৃষ্ণার গোলে জয়যাত্রা এটিকে বাগানের

ষোলোর পাতায়

সুজাপুরে বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

কল্লোল মজুমদার

সুজাপুর, ২০ নভেম্বর : ইট ইজ টু আর্লি টু সে এনিথিং।

সুজাপুরে বিস্ফোরণের পর ঠিক একথাই বলেছিলেন পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা তদন্ত করে দেখবেন। তারপরেই প্রকৃত কারণ বলা যাবে। কিন্তু পুলিশ সুপার যখন একথা বলছেন, তখন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তদন্তের আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। কপ্টারে মালদা এসে তিনি সোজাসাপটা ভাষায় বলেন, প্লাস্টিক কারখানার মেশিন ফেটেই বিপত্তি ঘটেছে। বিরোধীরা সব কিছুতেই এনআইএ ডাকছে। সব কিছুতেই বোমা দেখছেন। নোংরা রাজনীতি করছেন ওরা।

কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসীর বক্তব্য, এই ঘটনা কখনই প্লাস্টিক কারখানার মোটর ফেটে হতে পারে না। যেভাবে এলাকা কেঁপে ওঠে, যেভাবে কারখানার টিনের ছাদের অংশ গাছের ওপর ছিটকে গিয়ে ঝুলছে, তাতে মনে হয়, কোনও বিস্ফোরক পদার্থই ছিল প্লাস্টিক কারখানায়। তা থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে। আর ঠিক এখানেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধীদের অভিযোগ, ওখানে বোমা ছিল বা কোনও বিস্ফোরক পদার্থ ছিল। তা ফেটেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, যা ৬ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

সুজাপুরে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। কিন্তু বিস্ফোরণ কেন ঘটল, কীভাবেই বা ঘটল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদার সুজাপুরে একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৬ জনের। আহত হন বেশ কয়েকজন। বিস্ফোরণের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতা থেকে কপ্টারে সুজাপুরে পৌঁছান রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি রাজ্যের পক্ষে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে দুই লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওই প্লাস্টিক কারখানার মোটর বিস্ফোরণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও সরকারের এই তথ্য মানতে রাজি হননি বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে শিলিগুড়িতে বৈঠক ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। সেই বৈঠকে গিয়েছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপির মালদা জেলা সভাপতি গোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখ। ফলে তাঁরা বৃহস্পতিবার সুজাপুরে যেতে পারেননি। শিলিগুড়ি থেকে এক ভিডিও বার্তায় খগেন মুর্মু অভিযোগ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার গড়ে ওঠার পর প্রতিটি জেলায় বোমা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে।

এরপর বারোর পাতায়

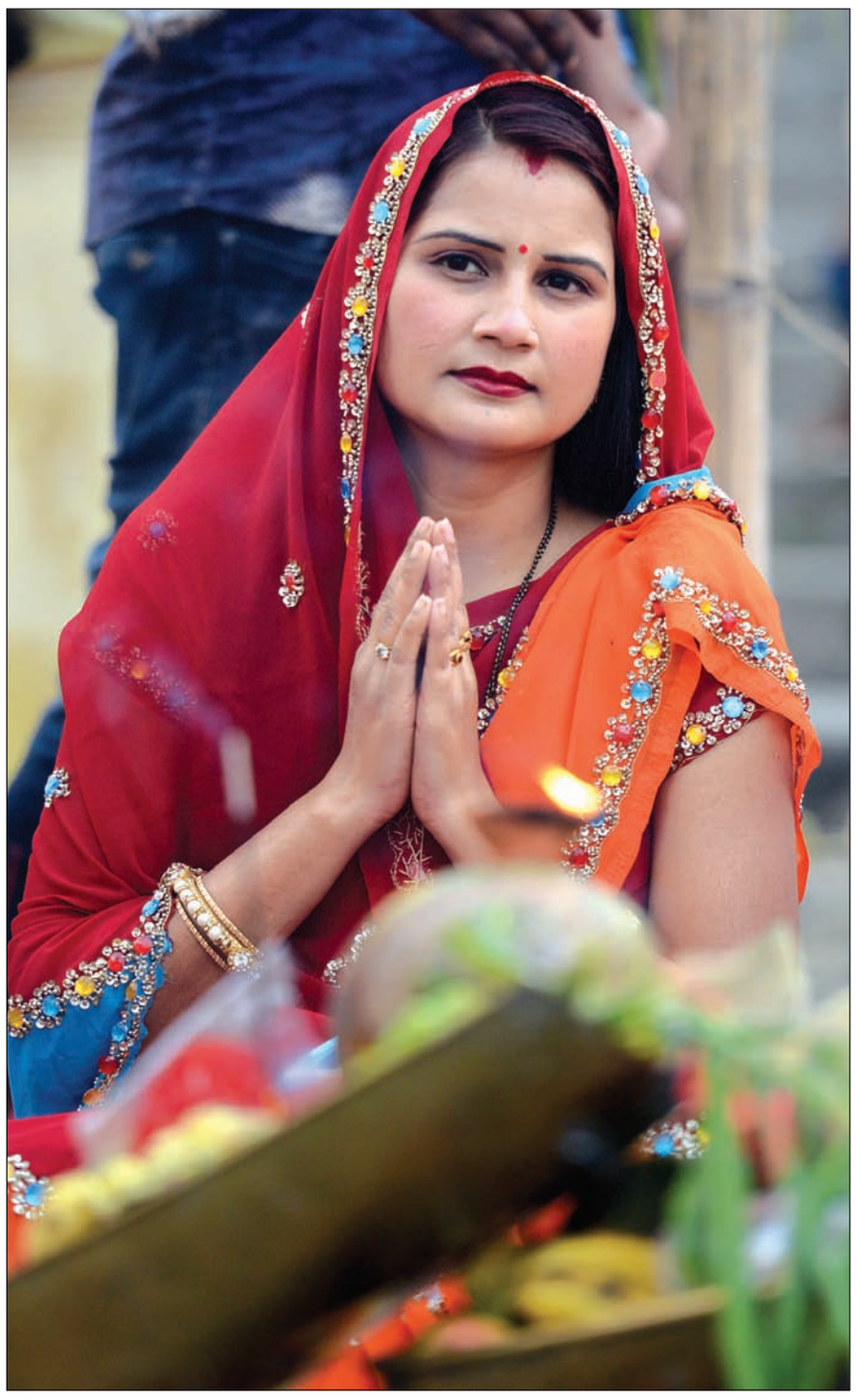

ছটের আরাধনা।। *শিলিগুড়িতে এএফপি–র ছবি।*

নজরকাড়া

নাগরোটা নিয়ে বৈঠকে মোদি–শা

আটের পাতায়

ফের কেন্দ্রীয় টিম আসতে পারে বঙ্গে

নয়ের পাতায়

শুভেন্দু–কল্যাণ বাকবিতণ্ডা

দশের পাতায়

বিমলকে পাহাড়ে ফেরাতে নয়া নকশা

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

২০ নভেম্বর : ডুয়ার্স নয়, বিমল গুরুংকে পাহাড়েই ফেরাতে হবে। এই দাবি তুলে পাহাড়ের পাশাপাশি তরাই–ডুয়ার্সেও আন্দোলনের দিনক্ষণ ঠিক করছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিমল শিবির। শালবাড়িতে মোর্চার এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে ঠিক হয়েছে, বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকেই রাজ্যে সমর্থন করা হবে, কিন্তু বিমলকে ভোটের আগেই পাহাড়ে তুলতে হবে। মোর্চা নেতা রোশন গিরিও এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কলকাতা থেকে টেলিফোনে তিনি বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে কথাবার্তা চলছে। আদালত খুললেই মামলাগুলির শুনানি হবে। মামলা থেকে কিছুটা ছাড় মিললেই আমরা পাহাড়ে ফিরছি। বিমল গুরুং ডুয়ার্সে নয়, পাহাড়েই যেতে চান।' বিমল বিরোধী অর্থাৎ মোর্চার বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক অনীত থাপা বলেন, 'বিমলকে পাহাড়ের মানুষ চাইছেন না। তাই তাঁর পাহাড়ে ফেরার সম্ভাবনা নেই।' যদিও পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে পাহাড় ফের উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে পুলিশ প্রশাসন।

দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর একমাস আগে কলকাতায় প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিকে। তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই কলকাতায় এসেছেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করছেন এমনটা

ঘোষণাও করেছেন বিমল। কিন্তু তাঁর এবং রোশনের বিরুদ্ধে ১৩১টি করে মামলা রয়েছে। যার মধ্যে দেশদ্রোহিতা, খুনের মতো মামলা সহ সিংহভাগ মামলাই জামিন অযোগ্য ধারায় করেছিল রাজ্য পুলিশ। সেই মামলাগুলি থেকে জামিন পাওয়ার পরেই বিমলকে পাহাড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল এবং রাজ্য সরকার। কিন্তু বিমলের পাহাড়ে ফেরায় বাধ সেধেছেন তাঁরই দুই প্রাক্তন অনুচর বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা। বিমল পাহাড়ে উঠলে তাঁদের রাজ্যপাট গোটাতে হবে এই আশঙ্কায় বিনয়–অনীত তাঁদের অনুগামীদের রাস্তায় নামিয়েছেন। পাহাড়জুড়ে বেশ কিছুদিন মিটিং– মিছিল করে বিমল গুরুংকে পাহাড়ে উঠতে না দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিমলকে পাহাড়ে তুললে গণ্ডগোল হতে পারে, তাই বিধানসভা ভোট পর্যন্ত বিমলকে কলকাতায় অথবা ডুয়ার্সে রেখে দেওয়ার দাবি নবান্নে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছেন বিনয়–অনীত। পাশাপাশি বিমলের ফিরে আসা এবং বিনয়–অনীত গোষ্ঠীর বাধা দেওয়ার ঘটনার জেরে পাহাড়ে বড় ধরনের গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের তরফেও নবান্নে রিপোর্ট গিয়েছে। সব মিলিয়েই রাজ্য সরকার আপাতত বিমলকে পাহাড়ে না তোলার সিদ্ধান্তেই মত দিয়েছে। কিন্তু তলে তলে বিমলপন্থী মোর্চা নেতা–কর্মীরাও তাঁদের নেতাকে দ্রুত পাহাড়ে তোলার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন।

গোপন বৈঠক

- বিমলপন্থী মোর্চা নেতা–কর্মীরা বিমলকে দ্রুত পাহাড়ে তোলার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন
- শালবাড়িতে বিমলপন্থী মোর্চার এক গোপন বৈঠক হয়
- বৈঠকে তরাই–ডুয়ার্সের পাশাপাশি পাহাড়ের নেতারা এসেছিলেন
- সেখানে একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়েছে

এরপর বারোর পাতায়

বিস্তারকদের গোপন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিজেপি

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

২০ নভেম্বর : নেতৃত্বের নির্দেশ কার্যকরের ক্ষেত্রে নজরদারি বিজেপিতে। লোকসভা নির্বাচনের মতো বিধানসভায় সাফল্য পেতে রাজ্যজুড়ে বিধানসভাভিত্তিক বিস্তারক নিয়োগ করছে গেরুয়া শিবির। শিলিগুড়িতে তার গোপন প্রশিক্ষণ হবে শনিবার। উত্তরবঙ্গের আট জেলার ৫৪টি কেন্দ্রের বিস্তারকরা তো বটেই, রাজ্যের বাকি একটা অংশের বিস্তারকদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এখানে। প্রশিক্ষণ দেবেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) কিশোর বর্মন। উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু এবং বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। প্রশিক্ষণের সারমর্ম নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেই সুকান্তবাবু বলেন, 'লোকসভা ভোটেও আমরা বিস্তারক ব্যবহার করেছি। বিধানসভাতেও তা হচ্ছে। হাওয়ায় ভোটে জেতায় বিজেপি বিশ্বাস করে না। সংগঠনকে শক্তিশালী করে ভোটে জেতাই আমাদের লক্ষ্য।'

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং বাম–কংগ্রেসকে বুঝতে না দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে বিস্তারক নিয়োগ করেছিল বিজেপি। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক হাওয়া বুঝেই প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশল নিয়েছিল বিজেপি। এই রণকৌশলেই রাজ্য থেকে বিজেপির ১৮ জন লোকসভায় পা রাখতে সমর্থ হন। ওই ফলের নিরিখে এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়ায় রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় রাজ্যে ঘনঘন আসছেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। প্রত্যেকটি জেলা কমিটির কাছ থেকে সাংগঠনিক অবস্থার রিপোর্ট নেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তা কতটা কার্যকর হচ্ছে, ভোটের মুখে সেটা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন দিল্লির নেতারা। তাই বিধানসভা ভোটের জন্যও বিধানসভাভিত্তিক বিস্তারক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের নীতিনির্ধারকরা। বিজেপি সূত্রে খবর, বিস্তারকের কাজই হবে সাংগঠনিক বিষয়ে গোপনে নজর রাখা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ বিধানসভাগুলিতে ঠিকমতো কার্যকর করা হচ্ছে কি না, বুথ এবং শক্তি কেন্দ্রগুলিতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে কি না, ইস্যুভিত্তিক দল কতটা আন্দোলনমুখী এবং ভোটারদের মানসিকতা বোঝা,

এরপর বারোর পাতায়

আজ শিলিগুড়িতে

- শিলিগুড়ির খালপাড়ায় একটি ভবনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে
- উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার পাশাপাশি সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার জন্যও প্রশিক্ষণ হবে
- ১০০ জন বিস্তারক প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন
- উত্তরবঙ্গের বিস্তারকরা দক্ষিণে এবং দক্ষিণবঙ্গের বিস্তারকরা উত্তরে নজরদারি করবেন

কড়া প্রশাসন, নিয়ম মেনে মহানন্দায় ছট

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : ছটঘাটকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে বারবার উত্তেজনা ছড়ালেও প্রশাসনিক কড়া নজরদারিতে যাবতীয় নিয়ম–নির্দেশ মেনেই ঘাটে ছটপুজো হল। ঘাটের রেলিংয়ের অংশের ছটব্রতীদের তরফে বারবার ২৫ মিটারের নো–এন্ট্রি জোন তুলে দেওয়ার দাবি করা হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনের তরফে রেলিংয়ের ওই চিহ্নিত অংশ থেকে বাঁশের ব্যারিকেড তোলা হয়নি। নজরদারির জন্য সেখানে সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ প্রশাসন। রেলিংয়ের ব্যারিকেড অংশের নীচের দিকে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা বোট নিয়ে জলে পাহারা দিয়েছেন। মহকুমা শাসক প্রিয়দর্শিনী এস এলাকা পরিদর্শন করে গেলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি জোন–২ কুঁয়রভূষণ সিং বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশমতোই শহরে ছটপুজো হচ্ছে। আমরা অনেকটাই সাফল্য পেয়েছি। সব জায়গা থেকে রিপোর্ট এলে বাকিটা বলতে পারব।'

এদিকে, লালমোহন মৌলিক ঘাটে এবারে কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। ছটপুজো কমিটির সদস্য অত্রি শর্মার দাবি, 'প্রশাসন ও নেতাদের ভূমিকায় আমরা ক্ষুব্ধ। পুজো বয়কট না করে এভাবেই কাউকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানালাম। প্রশাসন বহিরাগতদের পরিবর্তে আমাদের সঙ্গে কথা বললে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা মিটে যেতে পারত।'

মহানন্দা নদীতে সৌন্দর্যায়নের জন্য তৈরি করা রেলিংকে কেন্দ্র করে ছটপুজোয় সমস্যা দেখা দেয়। ওই অংশে পুজো করা ছটব্রতীদের তরফে প্রথমদিকে রেলিংয়ের ১০টি জায়গা ভেঙে গেট তৈরি করার দাবি করা হয়।

এরপর বারোর পাতায়

দাম হাজার টাকার মধ্যে

৩ মাসেই দেশে মিলবে টিকা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : অক্সফোর্ড–অ্যাস্ট্রাজেনেকা–র তৈরি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা ভারতে তিন মাসের মধ্যেই মিলবে বলে দাবি করলেন সিরাম ইনস্টিটিউটের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) আদর পুনাওয়ালা। তিনি জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারিতে প্রথম দফায় স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রবীণদের জন্য টিকা চালু হবে। এরপর এপ্রিলে দ্বিতীয় দফায় টিকা দেওয়া হবে অন্যদের। টিকার দাম যাতে সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। আদর পুনাওয়ালার বক্তব্য, ভারতে অক্সফোর্ডের বানানো কোভিড টিকার দাম এক হাজার টাকার মধ্যেই রাখা হবে। দেওয়া হবে প্রাথমিকভাবে জরুরি দুটি ডোজ। তবে টিকার সাফল্য ও সরকারি অনুমোদনের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে।' দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে শুক্রবার পুনাওয়ালা বলেন, 'দেশের সব মানুষকে ওই টিকা দিতে কমপক্ষে দু'তিন বছর লাগবে। ফলে ২০২৪ সালের আগে গণটিকাকরণ শেষ করা যাবে না।'

সিরামের দাবি

- ৬০ বছরের বেশি বয়সের প্রবীণদের ক্ষেত্রে টিকা ৯৯ শতাংশ কার্যকর
- আগামী জুলাই–অগাস্টের মধ্যে দেশের ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষের জন্য টিকা বাজারে আনা সম্ভব
- নানা কারণে দেশজুড়ে টিকাকরণে বেশ সময় লাগবে
- ফেব্রুয়ারিতে প্রথম দফায় স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রবীণদের জন্য টিকা চালু হবে
- এপ্রিলে দ্বিতীয় দফায় টিকা দেওয়া হবে অন্যদের

পুনাওয়ালার কথায়, 'করোনা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে টিকাই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু সেটা রাতারাতি হবে না। আর্থিক অনিশ্চয়তা, পরিবহণের সমস্যা, পরিকাঠামোর অভাব, টিকা সম্পর্কে জনসাধারণের অনীহা ইত্যাদি নানা কারণে দেশজুড়ে টিকাকরণে বেশ সময় লাগবে।'

গত ৯ নভেম্বর থেকে করোনা প্রতিরোধী টিকার গবেষণায় একের পর এক সাফল্যের খবর আসছে। আমেরিকান কোম্পানি ফাইজার ও জার্মান সহযোগী বায়োনটেক এবং তারপর মডার্না তাদের ভ্যাকসিনের কমবেশি ৯৫ শতাংশ সাফল্যের কথা ঘোষণা করে। তবে, এই দুই কোম্পানির সঙ্গে এখনও ভারত সরকারের ভ্যাকসিন সংক্রান্ত কোনও চুক্তি হয়নি। তার উপর এই ভ্যাকসিন অনেকটাই দামি ও তার সংরক্ষণেও সমস্যা রয়েছে। অক্সফোর্ড–অ্যাস্ট্রাজেনেকার এই টিকা প্রসঙ্গে পুনাওয়ালা বলেন, 'যখনই ইংল্যান্ড ও ইউরোপে এই টিকার জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হবে আমরা তখনই ভারতে এই টিকার জন্য আবেদন জানাব।'

বৃহস্পতিবার এফআইসিসিআই এফএলওজ–এর ওয়েবিনারে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনও বলেছেন, 'ভারতে একাধিক করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা চলছে। আগামী তিন–চার মাসের মধ্যে দেশে করোনা টিকা চলে আসবে। এই টিকা প্রথম দেওয়া হবে সামনের সারির করোনা যোদ্ধাদের। তারপর দেওয়া হবে ৫০–৬৫ বছরের বৃদ্ধ, মহিলা ও রোগে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন লোকজনকে।' আগামী বছর জুলাই–অগাস্টের মধ্যে দেশের ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষের জন্য করোনার টিকা বাজারে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়েছে, অক্সফোর্ড–অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি করোনা টিকা নিরাপদ ও কার্যকর। বিশেষত, ৬০ বছরের বেশি বয়সের প্রবীণদের ক্ষেত্রে টিকা ৯৯ শতাংশ কার্যকর বলে মধ্যবর্তী পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।

কোভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক টিকা নিচ্ছেন হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী। –পিটিআই

শুভেন্দুর ফ্লেক্স লাগাতে গিয়ে পুলিশের হাতে পাকড়াও যুবক

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দিয়ে লাগানো ফ্লেক্স ঘিরে ছটপুজোর সকালে হইচই পড়ে গেল লালমোহন মৌলিক ঘাটে। পুলিশ এই ঘটনায় একজনকে আটক করে। তার সঙ্গে ফ্লেক্স ভর্তি একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যায়। যদিও পরে ওই যুবককে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি আটক গাড়িটিও ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুভেন্দু অধিকারী খাতায় কলমে তৃণমূলে থাকলেও বারবার তাঁর নামে ফ্লেস্ক এভাবে কে বা কারা শহরে ঝোলাচ্ছে, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনার অন্ত নেই। দলের অপর একটি সূত্রের দাবি, কে কে এই ফ্লেক্স তৈরি করছেন, কারা শহরে শুভেন্দুর হয়ে প্রচার করছেন তা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অজানা নয়। দলনেত্রীর ছবি ছাড়া দলের একজন নেতা তথা মন্ত্রীর ছবি দিয়ে বারবার 'আমরা দাদার অনুগামী' বলে লেখায় অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও বিষয়টিকে তাঁরা আমল দিচ্ছেন না বলে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একজন মন্ত্রী তথা দলের নেতার হয়ে যে কেউ ফ্লেক্স লাগাতেই পারেন। এতে অন্যায়ের কী আছে? এটা নিয়ে এত মাতামাতি করার কিছু নেই।'

শুভেন্দু অধিকারী দলবদল করছেন এমন জল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি শিলিগুড়িরও একঝাঁক তৃণমূল নেতা কলকাতায় গিয়ে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন। দল যে ভাঙছে, তা নিয়ে একরকম নিশ্চিত তৃণমূল। কিন্তু এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু একটি সভায় বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এখনও তাড়াননি, আমিও ছাড়িনি।' পরিবহণমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরে দলবদল নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই শিলিগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে ফ্লেক্স ঝোলানো হচ্ছে।

শুক্রবার বেলা ১০টা থেকে একটি চার চাকার গাড়িতে করে বেশ কিছু ফ্লেক্স নিয়ে এসে লালমোহন মৌলিক ঘাট সংলগ্ন মহানন্দা সেতুতে লাগাচ্ছিলেন এক যুবক। ফ্লেক্সে কালীপুজো এবং ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রীর ছবি দিয়ে নীচে লেখা রয়েছে, 'আমরা দাদার অনুগামী'। কয়েকটি ফ্লেক্স লাগানোর পরেই শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ওই গাড়িটি আটক করে। গাড়ির চালককেও আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও পরে ওই যুবককে এবং গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে শিলিগুড়ি থানা জানিয়েছে। তৃণমূল নেতারা বলছেন, দলের নিয়ম মেনেই যে কোনও নেতা ফ্লেক্স তৈরি করলে সেখানে দলনেত্রীর ছবি রাখা হয়। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর নামে যে ফ্লেক্সগুলি ঝোলানো হচ্ছে সেগুলিতে দলনেত্রীর ছবি দূরে থাক, দলের কোনও উল্লেখ থাকছে না। শিলিগুড়ি শহরে শুভেন্দুর অনুগামী বলে পরিচিত চার–পাঁচজন মিলেই এসব করছে। এরা প্রত্যেকেই যুব এবং ছাত্র নেতা। দল সবকিছু জেনেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

দ্বিগুণেরও বেশি আলুবীজের দাম, বিপাকে চাষিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২০ নভেম্বর : আলুবীজের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গজুড়ে আলুচাষিরা সমস্যায় পড়েছেন। পাশাপাশি, সার ও কীটনাশকের দামও বেড়েছে। তাই এবারে আলু চাষ করে আদৌ কোনও লাভ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে আলুচাষিরা ধন্দে রয়েছেন। সমস্যা মেটাতে অনেকে শীতকালীন সবজি চাষের দিকে ঝুঁকছেন। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, 'গত কয়েক বছরের তুলনায় এবারে আলুবীজের দাম অনেকটাই বেশি। কৃষকরা তাই শীতকালীন সবজি চাষে ঝুঁকছেন।' ফালাকাটা ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অজিত রায় বলেন, 'আলুবীজ নিয়ে কালোবাজারি রুখতে আমরা সতর্ক রয়েছি। তবে আলু চাষের জমির এলাকা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই।' আলুবীজের দামের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জলপাইগুড়ির উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) প্রবীর হাজরা জানান। উত্তর দিনাজপুরের উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) বিপ্লব দাস বলেন, 'গত বছরের তুলনায় এ বছর আলু চাষের এলাকা অনেকটাই বেড়েছে। তবে আলুবীজের দাম অনেকটাই বেড়ে যাওয়ায় এই চাষে কৃষকদের আগ্রহ অনেকটাই কমেছে।'

আলু চাষের নিরিখে গোটা দেশে প্রথম হলেও পশ্চিমবঙ্গে আলুবীজের উৎপাদনের পরিমাণ খুবই নগণ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার বলেন, 'উন্নত আলুবীজ উৎপাদনের জন্য আর্দ্রতামুক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। এই আবহাওয়া ছাড়া সাধারণ আবহাওয়ায় আলুবীজ রাখলে তাতে ছত্রাক ধরার আশঙ্কা থাকে। তাই বহু চেষ্টা করেও আমাদের রাজ্যে উন্নতমানের আলুবীজ তৈরি করা যাচ্ছে না।'

কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, দিনহাটায় দিনহাটা–১, দিনহাটা–২ ব্লকের পাশাপাশি সিতাই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সময় আলু চাষ হয়ে থাকে। পাশাপাশি একটি অংশে তামাক চাষও হয়ে থাকে। তবে আলু চাষের দিকে কৃষকদের ঝোঁক বেশি। এ বছর আলুবীজের দাম অনেকটাই বেড়েছে। মূলত পঞ্জাব থেকে আসা ৫০ কেজির এই বীজের বস্তার দাম ৪,৮০০ টাকা। গত বছর এই দাম ২,২০০–২,৪০০ টাকা ছিল। কৃষকরা জানান, আলু চাষের জন্য এক বিঘা জমিতে প্রায় ১৫০ কেজি আলুবীজের প্রয়োজন হয়। তার ওপরে সার, কীটনাশক, জমির পরিচর্চার জন্য শ্রমিকের খরচ রয়েছে। সব মিলিয়ে এক বিঘা জমিতে আলু চাষে ২৫–৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। এসবের জেরে এবারে আলু চাষ করে আদৌ লাভ হবে কি না তা নিয়ে কৃষকরা সংশয়ে রয়েছেন। তাই তাঁদের অনেকেই বাঁধাকপি, ফুলকপি, ধনেপাতা, বেগুনের মতো ফসলের চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। সমস্যার জেরে ঝুড়িপাড়া গ্রামের আলুচাষি এনদাদুল হক, জিন্নাত আলি প্রমুখ সমস্যায় পড়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

বিকল্প চাষের ভাবনা
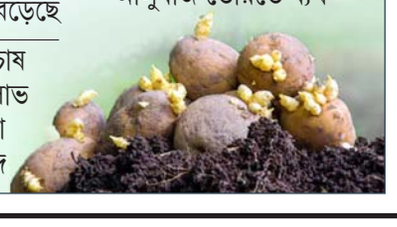
- আলুবীজের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গজুড়ে আলুচাষিরা সমস্যায়
- পাশাপাশি সার ও কীটনাশকের দামও বেড়েছে
- তাই এবারে আলু চাষ করে আদৌ কোনও লাভ পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে আলুচাষিরা ধন্দে
- সমস্যা মেটাতে অনেকে শীতকালীন সবজি চাষের দিকে ঝুঁকছেন
- উপযুক্ত আবহাওয়া না থাকায় বহু চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গ উন্নতমানের আলুবীজ তৈরিতে ব্যর্থ